ঝিনাইদহের বারইখালী-উদয়পুর গ্রামের নবগঙ্গা নদীতে আজও নির্মিত হয়নি সেতু

ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদীর ওপর একটি পাকা সেতু না থাকায় বছরের পর বছর ধরে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন দুই পাড়ের অন্তত ১০টি গ্রামের হাজারো মানুষ। ঝুঁকিপূর্ণ কাঠ-বাঁশের সাঁকোই তাদের চলাচলের একমাত্র ভরসা।

এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন শিক্ষার্থী, কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। ব্যাহত হচ্ছে জরুরি চিকিৎসাসেবাও। পৌরসভার পাশেই এমন যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্দশা থাকলেও দীর্ঘদিনেও নির্মাণ হয়নি কোনো পাকা সেতু।

সরেজমিনে দেখা যায়, ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত সরু কাঠের সাঁকোটি এক পাশে পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়পুর এবং অন্য পাশে সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামের মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন এই সাঁকো পারাপার হচ্ছেন দুই পাড়ের মানুষ। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি বাড়লে এবং সাঁকো পিচ্ছিল হয়ে উঠলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

উদয়পুর গ্রামের বাসিন্দা শাকিল হোসেন বলেন, বছরের পর বছর ধরে এই সাঁকো দিয়ে আমাদের চলাচল করতে হচ্ছে। শিশু, নারী ও বয়স্কদের সাঁকো পার হতে অনেক সমস্যা হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে হয়। এখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হলে দুই পাড়ের মানুষের দুর্ভোগ কমবে।

বারইখালী গ্রামের কৃষক নজু মিয়া বলেন, সাঁকো দিয়ে ভ্যান, রিকশা কিংবা বড় কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারে না। ফলে উৎপাদিত ফসল মাথায় করে নদী পার করতে হয়। কেউ অসুস্থ হলে কিংবা জরুরি প্রয়োজনে রোগী ও মালামাল আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রেও চরম সমস্যায় পড়তে হয়। বিকল্প পথে যেতে কয়েক কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সালাম মিয়া বলেন, ঝিনাইদহ পৌরসভা ও পার্শ্ববর্তী পোড়াহাটি ইউনিয়নের অন্তত ১০টি গ্রামের মানুষের

চলাচলের সুবিধার্থে এখানে দ্রুত একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হোক। তাহলে আমাদের এই ভোগান্তি দুর হবে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, ওই স্থানে সেতু না থাকায় স্থানীয়দের দুর্ভোগ হচ্ছে। সেখানে একটি সেতু নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন হলে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জরাজীর্ণ বাঁশের সেতুতে ভৈরব নদী পারাপার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ও নতিপোতা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী দুলালনগর-নতিপোতা এলাকায় ভৈরব নদীর ওপর নির্মিত একটি জরাজীর্ণ বাঁশের সেতুর ওপর নির্ভর করে চলাচল করছেন কয়েকটি গ্রামের হাজারো মানুষ।

দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত সেতুটি বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে চলতি বর্ষা মৌসুমে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দুলালনগর, নতিপোতা, কালিয়াবকরি, প্রতাপপুর, গোপালপুর ও ভগীরথপুরসহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষের জন্য ভৈরব নদী পারাপারের অন্যতম ভরসা এই বাঁশের সেতু। স্থানীয় বাসিন্দারা জগন্নাথপুর বাজার, ব্যাংক, মহাজনপুর কলেজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাতায়াতের জন্য প্রতিনিয়ত এটি ব্যবহার করছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেতুটি দিয়ে কোনো রকমে মোটরসাইকেল ও সাইকেল পারাপার করা গেলেও পণ্যবাহী বা অন্যান্য যানবাহন চলাচল সম্ভব নয়। ফলে কৃষিপণ্য পরিবহন কিংবা অসুস্থ রোগীকে গন্তব্যে

পৌঁছাতে তাদের হেমায়েতপুর-চারুলিয়া হয়ে অতিরিক্ত ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে হয়। এতে সময় ও অর্থ উভয়েরই অপচয় হচ্ছে।

দুলালনগর গ্রামের বাসিন্দা রমজান আলী ওরফে টিটন বলেন, “বহু বছর ধরে আমরা এই বাঁশের সেতুর ওপর নির্ভর করে চলছি। একটি স্থায়ী সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের হলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি। চুয়াডাঙ্গা, দামুড়হুদা কিংবা মেহেরপুরে যেতে হলে এই ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পার হতে হয়, যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক।”

একই গ্রামের পূর্বপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ফারুকুজ্জামান বকুল বলেন, “মাঠ থেকে ফসল ঘরে তুলতে কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে যেতে অতিরিক্ত পথ ঘুরতে হওয়ায় কৃষকদের ভোগান্তি ও ব্যয় দুটোই বাড়ছে। আমরা দ্রুত একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জানাই।”

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম জানান, বিভিন্ন সময়ে সরকারি কর্মকর্তারা এসে স্থান পরিদর্শন ও পরিমাপ করে গেলেও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে হতাশা বাড়ছে।

সেতুটির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় ইজারাদার নাজমুল হোসেন জানান, প্রায় দেড় লাখ টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি বছর সংস্কার কাজেও ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিয়মিত টোল না দেওয়ায় ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বর্ষার তীব্র স্রোতে যেকোনো সময় সেতুটি ভেসে যেতে পারে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী খালিদ হাসান বলেন, “সেতুটির বর্তমান অবস্থা আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। সেখানে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তাবনা পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জনগণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে সতর্কতার সঙ্গে সেতুটি ব্যবহার করার অনুরোধ জানাচ্ছি।”

[redacted] [redacted] of [redacted] of the [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

হলে মানুষের দুর্ভোগ কমবে, ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়বে।”

দৌলতপুরের আদাবাড়িয়া গ্রামের শমশের আলী বলেন, “ফসল নিয়ে ব্রিজে উঠতে খুব কষ্ট হয়। ভ্যান ঠেলে তুলতে ৫-৬ জন লাগে। অতিরিক্ত কষ্টের কারণে এখন ভ্যানও চলতে চায় না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।”

কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “দৌলতপুর অংশের কাজ শেষ হলেও বেতবাড়ীয়া অংশের সংযোগ সড়ক হয়নি। জমি অধিগ্রহণের জটিলতায় সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সীমাহীন ভোগান্তিতে আছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে সেতুটি চলাচলের উপযোগী করার দাবি জানাই।”

দৌলতপুরের মধুগাড়ী গ্রামের জহিরা খাতুন বলেন, “ব্রিজে ওঠা-নামা করতে খুব কষ্ট হয়। আত্মীয় বাড়িতে যেতে গেলেও সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তা ঠিক হলে আমাদের কষ্ট কমবে।”

জমির মালিক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম বলেন, “জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আমরা দিয়েছি। জমির ন্যায্য মূল্য পেলেই হবে। আমরাও চাই দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ হোক এবং মানুষের দুর্ভোগ কমুক।”

এ বিষয়ে গাংনী এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী মো. রোকনুজ্জামান বলেন, “সেতুর কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ৮ দাগে ৪৯ শতক জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে সংযোগ সড়কের কাজ আটকে আছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।”

রাস্তা না থাকায় নির্মাণের ৭ মাসেও চালু হয়নি সেতু

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া জেলার বেতবাড়িয়া-মধুখালী গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মাণ কাজ শেষ হলেও ৭ মাসেও চালু হয়নি সেতুটি। রাস্তা না হওয়ার কারনে সেতুটি ব্যবহার করতে পারছেনা দুই জেলার কয়েক লাখ

থাকায় ৫ কিলোমিটার ঘুরে গাংনী কিংবা দৌলৎপুর যেতে হয়। সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যায়ে সেতু নির্মাান করলেও সামান্য রাস্তা না থাকায় সেতুটি পড়ে রয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী মো: ফয়সাল হোসেন বলেন, জমি অধিগ্রহণ জটিলতায় আটকে গেছে দাবি করে সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে তিনি।

ঝিনাইদহে চিত্রা নদীর উপর নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঝিনাইদহ কালীগঞ্জের প্রাণ কেন্দ্র চিত্রা নদীর উপর নব-নির্মিত দৃষ্টিনন্দন সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আনোয়ারুল আজীম আনার ফিতা কেটে সেতুটি উদ্বোধন করেন ।

এ উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৯টায় কালীগঞ্জ পৌর পরিষদ ও পৌর ব্যবসায়ী সমিতির আয়োজনে সেতুর সম্মূখে সড়কে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ৬২ মিটার দৈর্ঘ্য সেতুটি নির্মাণে ব্যায় হয়েছে ১৮ কোটি টাকা। নির্মিত সেতুটির মাঝপথ দিয়ে পরিবহন ও তার দু’পাশ দিয়ে পথচারী এবং রিকসা ভ্যান চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে। কনসিক এন্ড বিল্ড লিমিটেড নামে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গত ২০২২ সালের ২০ জুলাই মাসে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

উদ্বোধন অনুষ্টানে প্রধান অতিথি এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার তার বক্তব্যে বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার উন্নয়নের সরকার, আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই দেশের উন্নয়ন হয়। জাতীর জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অভুতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বড় বাজারের চিত্রা নদির উপর দৃষ্টিনন্দন নান্দনীক এই সেতুর যাত্রা শুরু হলো। সেতুকে ঘিরে

আশপাশের এলাকার মানুষ অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, সড়ক বিভাগের খুলনা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ আসলাম আলী, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এসএম জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী ঠান্ডু ও কালীগঞ্জ পৌর সভার মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ। পৌর ব্যবসায়ী সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক জহুরুল হক বিপ্লবের সঞ্চালনায় অনুষ্টানে আরো বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহনাজ পারভিন, মটর মালিক সমিতির সভাপতি ফরিদ উদ্দিন, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল, কালীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক জামির হোসেন, কালীগঞ্জ পৌর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল ইসলাম ইনতা, উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ রাশেদ শমসের, পূজা উদযাপন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব বিষ্ণু ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারন সম্পাদক উজ্জ্বল অধিকারী ছাড়াও পৌর পরিষদ, সড়ক বিভাগের কর্মকতা ও স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মিগন উপস্থিত ছিলেন।